শিক্ষাদান পদ্ধতি

ইউনিট ৪

ভূমিকা

'মানুষ গড়ার কারিগর' বলে পরিচিত শিক্ষক-শিক্ষিকা জন্মগত ভাবেই শিক্ষকতার গুণাবলী নিয়ে জন্মান, তাঁদেরকে তৈরি করা যায় না, এমন একটি ধারণা বহুল প্রচলিত। ইংরেজিতে A teacher is born not made প্রবাদটির যথার্থতা সম্বন্ধে তর্ক না করেও বলা চলে, স্বল্প সংখ্যক প্রতিভাবান শিক্ষক/শিক্ষিকার উপর নির্ভর করে কোন দেশের বিপুল পরিমাণ শিক্ষার্থীকে সুশিক্ষিত করে তোলা অসম্ভব। তাই যুগে যুগে শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাঁদের পেশাগত মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানীগণের চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার সাথে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে পরিচিত করার সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ কিভাবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে, সর্বাঙ্গীন বিকাশে আরো সার্থকতার সাথে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করতে পারেন তারই নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হয় প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে।

শিক্ষাদান পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Professor Rusk বলেছেন, "শিক্ষাদান পদ্ধতির কাজ হচ্ছে

শিশু ও তার শিক্ষণীয় বিষয়ের মাঝে আকাঙ্ক্ষিত বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা"। এক্ষেত্রে শিক্ষকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হলো শিশুর মন ও পাঠ্য বিষয়ের মাঝে যথার্থ সেতুবন্ধ রচনা করতে হলে শিশুর বয়স, অভিজ্ঞতা, পারগতা, অভিরুচি ও অনুরাগের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেমন তার পাঠ্য বিষয়বস্তু সনাক্ত, চয়ন ও বিন্যাস করা আবশ্যক, তেমনি কোন্ ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করলে

বিষয়বস্তু শিশুদের কাছে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, তাও বিবেচনাধীন রাখতে হবে।

এ ইউনিটে আমরা শিক্ষাদান পদ্ধতির বিভিন্ন দিকগুলো উপস্থাপন করব। এ দিকগুলো **হচ্ছে:**

পাঠ - ১ শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ প্রকারভেদ
পাঠ - ২ সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ বক্তৃতা
পাঠ - ৩ সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ প্রদর্শন
পাঠ - ৪ শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ আধুনিক

শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ প্রকারভেদ

পাঠ ১

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ শিক্ষাদান পদ্ধতি কত প্রকার ও কি কি তা বলতে পারবেন;
- ❑ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোন্‌টি সনাতন এবং কোনটি আধুনিক তা বলতে পারবেন;
- ❑ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটি শিক্ষককেন্দ্রিক এবং কোনটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক তা বলতে পারবেন এবং

❑ এসব পদ্ধতির মধ্যে কোন কোনটি আধুনিক যুগে অনুসরণযোগ্য এবং কেন তা বলতে পারবেন।

ও আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি

বাংলাদেশের শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়সমূহে নব প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমে শিক্ষানীতি বিষয়ের পাঠ্যস চিতে পাঠদান পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে ঃ

- সনাতন পদ্ধতি ও
- আধুনিক পদ্ধতি

সনাতন পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ঃ

- বক্তৃতা
- প্রদর্শন
- টিউটোরিয়াল
- আবৃত্তি
- পূর্ব নির্ধারিত পাঠ
- সর্দার পড়ো ব্যবস্থা

আবার আধুনিক পদ্ধতির তালিকায় রয়েছে -

- আলোচনা
- প্রশ্ন ও উত্তর
- প্যানেল আলোচনা
- সেমিনার ও সিম্পোজিয়াম
- স্প্রিং বোর্ড
- বায্ ও ব্রেইন স্টর্মিং সেশন
- ভূমিকাভিনয়
- সাক্ষাৎকার ইত্যাদি।

শিক্ষক কেন্দ্রিক ও র্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতি

আলোচনার সুবিধার্থে সনাতন পদ্ধতিকে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি নামে আখ্যায়িত করা চলে। আপনার মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় ? যে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়বস্তু উপস্থাপনে শিক্ষক-শিক্ষিকার কর্মতৎপরতা শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতার চেয়ে বেশি তাকে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা যায়। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আমাদের দেশে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীকে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণই মুখ্য বা প্রধান ভূমিকা পালন করে এসেছেন, তাই এই জাতীয় শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সনাতন পদ্ধতি বলে অভিহিত করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলোকে সনাতন ও আধুনিক কিংবা শিক্ষককেন্দ্রিক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক এরকম শ্রেণী বিভাগ অনেকটা কৃত্রিম। উদাহরণস্বরূপ ঃ প্রশ্ন ও উত্তর পদ্ধতির কথা বলা যায়। এটি আধুনিক পদ্ধতিতে তালিকাভুক্ত হলেও এটি অনেক পুরানো। গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস প্রশ্ন ও উত্তর পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন। আবার পূর্বনির্ধারিত পাঠ এবং ক্ষেত্রবিশেষে আবৃত্তিমূলক পদ্ধতিদ্বয় শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি নয়।

ন পদ্ধতি ঃ আধুনিক চিন্তাধারা

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে উন্নত দেশসমূহে শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও যথেষ্ট পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই পরিবর্তন যে কেবলমাত্র শিক্ষাদান পদ্ধতির ক্ষেত্রেই ঘটেছে তা নয়। আধুনিক যুগে শিক্ষার সংকীর্ণ সংজ্ঞা পরিত্যক্ত হয়ে এর ব্যাপক সংজ্ঞা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার স্বরূপ এবং পরিধিও যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে। আমাদের দেশে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও আধুনিক চিন্তাভাবনা যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছে। আধুনিক যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীর ভূমিকাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরীর ভাষায়, "কেউ কখনও কাউকে শিক্ষা দিতে পারে না, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই

স্বশিক্ষিক''। স্বশিক্ষিত হওয়ার গুরুত্বের কারণে শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই যে প্রধান তা কোনক্রমেই অস্বীকার করা যায় না। নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসারে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় ও গরজে শিক্ষালাভ করবে, শিক্ষক সেখানে থাকবেন সাহায্যকারী বা উপদেষ্টার ভূমিকায়।

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ সক্রেটিস শিক্ষা পদ্ধতির মূল ভিত্তি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষাদানের মূলকথা **হচ্ছে**, "শিশুকে কোন কিছু না বলে প্রশ্নের মাধ্যমে তার কাছ থেকে তথ্য আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। প্রশ্নের ধারা হবে শিশু যা জানে তা থেকে শুরু করে তাকে অজানার দিকে নিয়ে যাওয়া।"

শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা

আধুনিক যুগের শিক্ষার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, শিশুর সক্রিয়তা বা কর্মকেন্দ্রিকতাকে সচেতনভাবে কাজে লাগানো। শিশুরা কেবলমাত্র কতকগুলো বিষয় সম্পর্কে তাত্ত্বিক জ্ঞান আহরণ করবে না, তার হাতে কলমে কাজ করে সেই তাত্ত্বিক জ্ঞান প্রয়োগ করতে শিখবে। শিশুদের ব্যবহারিক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জনে শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ, শিশুদের সক্রিয়তাই মুখ্য। সুতরাং আধুনিক যুগে এমন শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ব্যক্তিগত ও দলগত প্রচেষ্টায় নতুন নতুন সমস্যার সমাধান করতে পারে। এ সকল পদ্ধতি ব্যবহার করলে শিখন প্রক্রিয়ায় শিশুর সক্রিয়তা, কর্মকেন্দ্রিকতা, তার অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার ব্যবহার, উপযোগিতা ইত্যাদি অবশ্যই স্বীকৃতি পাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে ক বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. কোনটি সনাতন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত ?

ক. আবৃত্তি　　খ. আলোচনা
গ. প্রশ্ন ও উত্তর　　ঘ. সাক্ষাৎকার

২. সক্রেটিস অনুসৃত পদ্ধতি কোনটি ?

ক. আলোচনা　　খ. প্রশ্ন ও উত্তর
গ. বক্তৃতা　　ঘ. সিম্পোজিয়াম

৩. কোনটি শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি ?

ক. ভূমিকাভিনয়　　খ. সাক্ষাৎকার
গ. আলোচনা　　ঘ. বক্তৃতা

পাঠ ২

সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ বক্তৃতা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- শিক্ষাদানের সনাতন পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলতে কি বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- কোন কোন শিক্ষাদান পদ্ধতি শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতির পর্যায়ভুক্ত তা বলতে পারবেন;
- বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাগুলো বলতে পারবেন এবং
- বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন।

শিক্ষক কেন্দ্রিক পদ্ধতি

শিক্ষক-শিক্ষিকা যে সব পদ্ধতি অনুসরণ করার সময় বেশির ভাগ কাজে নিজে অংশগ্রহণ করে পাঠদানকে সুন্দর ও গ্রহণযোগ্য করে তোলেন, সেই সমস্ত পদ্ধতিকে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি নামে আখ্যায়িত করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, শিক্ষাদান কার্যে ব্যবহৃত পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা যদি মুখ্য বা প্রধান হয়, তবে তাকেই শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি বলা হয়। তবে একথা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই যে, শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি অনুসরণে শিক্ষাদান কার্যকে বাস্তবায়িত করলে শিক্ষার্থীরা সাধারণভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষাদান কার্যকে সজীব করে তুলতে শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে, শিক্ষার্থীগণ তাদের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সজাগ রেখে শিক্ষক যা বলেন তা যদি বুঝতে বা অনুধাবন করতে কিংবা অনুসরণ করতে চেষ্টা না করে তবে শিক্ষকের ভূমিকা যতই গুরুত্বপ র্ণ হোক, শিক্ষাদান সেখানে ব্যর্থ হতে বাধ্য। সুতরাং শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থীর ভূমিকা রয়েছে, তবে শিক্ষার্থীর ভূমিকা সেখানে খুবই গৌণ। যে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য আর শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ, সেই শিক্ষাদান পদ্ধতিই বহুদিন থেকে আমাদের দেশে অনুসৃত হয়ে আসছে। এই কারণে শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সনাতন বা ক্লাসিক্যাল নামে আখ্যায়িত করা হয়।

এই ইউনিটের প্রথম পাঠে উল্লেখ করা হয়েছে, কোন কোন্ শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সনাতন বা শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি পর্যায়ভুক্ত করা হয়। শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বক্তৃতাদান পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি, আবৃত্তিম লক পদ্ধতি, সর্দার পড়ো ব্যবস্থা সম্পর্কে এই পর্যায়ে একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

বক্তৃতা পদ্ধতি (Lecture method)

পদ্ধতি ঃ কি ও কেন ?

বক্তৃতা পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিক্ষাবিদগণ বলেছেন যে, বক্তৃতাম লক পদ্ধতি এমন একটি পদ্ধতি যার ব্যবহার শিক্ষককে মৌখিক বিবৃতির সাহায্যে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপন করতে হয়। এখানে শিক্ষকের বক্তৃতাদানের পারদর্শিতার তথা বাগ্মিতা গুণ, বক্তৃতাদানের কলাকৌশল, বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীর হৃদয়গ্রাহী করে তোলার ক্ষমতা, শিক্ষার্থীর বয়স, মেধা, আগ্রহ, পারগতা, বোধগম্যতা ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপনের দক্ষতার উপর শিক্ষাদানের সার্থকতা অনেকাংশে নির্ভর করে।

বক্তৃতা পদ্ধতির কয়েকটি বিশেষ দিক

বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষককে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ

- বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষককের কণ্ঠস্বর, বক্তব্য, উপস্থাপনা এবং প্রকাশভঙ্গি যথেষ্ট মনোজ্ঞ হওয়া উচিত যাতে শিক্ষার্থীরা সহজেই উপস্থাপিত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে।

- বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনে বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে মাঝে মাঝে অঙ্গভঙ্গির আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে কিংবা মনোযোগ অক্ষুণ্ন রাখতে ব্যর্থ হন, তবে উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হৃদয়ঙ্গম করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না।

অনুরাগ সৃষ্টি

- বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে শিক্ষার্থীদের মানসিক পূর্ব প্রস্তুতির জন্য শিক্ষককে প্রয়োজনবোধে রসালো গল্পের অবতারণা করতে হবে, তবে সেই গল্প পাঠ বিষয়ের সাথে কোন না কোন উপায়ে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে।

- বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে পাঠদান আকর্ষণীয় করার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় শিক্ষাসহায়ক বা পাঠসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। শুধু বক্তৃতা বিবৃতিদান অধিকাংশ সময়েই শিক্ষার্থীদের মনে একঘেঁয়েমী, অবসাদ, ক্লান্তি , বিরক্তির সঞ্চার করতে পারে। একজন সুদক্ষ শিক্ষক পাঠ সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে ঐ জাতীয় মানসিক অবসাদ, ক্লান্তি ও বিরক্তি দূর করতে পারেন।

উপকরণ ব্যবহার

- বক্তৃতাদান পদ্ধতিতে শিক্ষককে যথাসম্ভব মিতভাষী হওয়া আবশ্যক। অপ্রাসঙ্গিক বিবৃতিদান থেকে তিনি সচেনভাবে বিরত থাকবেন, অবশ্য মূল বিষয়বস্তুর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ উপমা, উদাহরণ, গল্প উপস্থাপন অপ্রাসঙ্গিক হবে না, বরং তা শিক্ষাদানের সহায়ক উদ্দীপক হিসেবে কাজ করতে পারে।

সহায়ক উদ্দীপকের ব্যবহার

- বক্তৃতাদান পদ্ধতিকে ফলপ্রস করতে হলে "শিক্ষকের যথার্থ প্রস্তুতি সহকারে শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ ও পাঠদান কার্যক্রমকে বাস্ বায়ন'' সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ শিক্ষক মহোদয়কে দৈনন্দিন পাঠে দৈনন্দিন প্রস্তুতি অব্যাহত রাখতে হবে, কারণ শিক্ষার্থীদের কাছে আত্মবিশ্বাস সহকারে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত পাঠকে সর্বতোভাবে পূর্বাহ্নেই আয়ত্ত করতে হবে।

শিক্ষকের প্রস্তুতি

বক্তৃতা পদ্ধতির সুবিধাসমূহ

বক্তৃতামূলক পদ্ধতি সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রায় সর্ব স্তরেই কমবেশি এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়। বক্তৃতামূলক পদ্ধতি অনুসৃত হওয়ার পিছনে এই পদ্ধতির নিম্নলিখিত সুবিধাসম হ অনেকাংশে দায়ী ঃ

- বক্তৃতামূলক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান সবচেয়ে কম ব্যয়সাপেক্ষ কারণ, শিক্ষকের মৌখিক বিবৃতিকে সম্বল করেই এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান চলে, অন্য কোন খরচের বালাই এতে নেই বললেই চলে।

- উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা সীমিত, আর্থিক সংগতি সীমিত। একই কারণে প্রত্যেক শ্রেণীতেই শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি হলে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত অন্য কোন পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভবপর হয় না বলেই উন্নয়নশীল দেশে বক্তৃতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

- আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পাঠদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হলে পাঠ সহায়ক যে সমস্ত উপকরণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা আবশ্যক উন্নয়নশীল দেশসম হের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য তা একান্ত ভাবেই দুর্লভ। বক্তৃতাদান পদ্ধতি এ কারণেও বহুল প্রচলিত।

- বক্তৃতাদান পদ্ধতির যত দোষত্রুটিই থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নাই যে, আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতেও কম বেশি বক্তৃতাদান পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।

- বক্তৃতাদান পদ্ধতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হলে একজন শিক্ষকের অনেকগুলো গুণের অধিকারী হওয়া আবশ্যক; তার মধ্যে বাগ্মিতা, অভিনয় এবং গল্প বলার কৌশল, আবৃত্তি করার ক্ষমতা ইত্যাদি উলে-খযোগ্য।

বক্তৃতা পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ

বক্তৃতামূলক পদ্ধতির কিছু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতি অনুসরণে বেশ কিছু অসুবিধাও লক্ষ্য করা যায়। এই পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য ত্রুটিসমূহ নিম্নরূপ ঃ

ক্ষার্থীর নিষ্ক্রিয়তা

- বক্তৃতাম লক পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হলো শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার অভাব। শ্রেণীকক্ষে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকার বক্তৃতা শুনতে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। শিক্ষার্থীদের সদা সঞ্চল দেহ-মন যে কোন কাজে নিয়োজিত থাকতে চায়। তাই শিক্ষকের বক্তৃতা তারা মনোযোগ দিয়ে শুনে না। বাহ্যিকভাবে নীরবতা অবলম্বন করলেও তাদের মন উড়ে বেড়ায় মুক্ত বিহঙ্গের মতো। শিক্ষকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে পাশের সহপাঠি বন্ধুর সাথে সে গল্প করতে ভালবাসে, না হয় চিম্‌টি কেটে সহপাঠির মনোযোগ নষ্ট করে, নয় সে শ্রেণী কক্ষের বাইরে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে প্রকৃতির সাথে মিতালী পাততে সচেষ্ট হয়।

 নীরবতার অভাব

- বক্তৃতাম লক পদ্ধতির অপর একটি ত্রুটি হলো শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয় নীরবতার অভাব। সক্রিয় নীরবতা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষার্থীরা মনোযোগের সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকার বক্তৃতা শ্রবণ করবে এবং তার মর্মার্থ অনুধাবন করবে। এই সক্রিয় নীরবতা যদি শ্রেণীকক্ষে অনুপস্থিত থাকে, তবে শ্রেণী পাঠনার মূল উদ্দেশ্য বহুলাংশে ব্যাহত হয়। শ্রেণীকক্ষে বক্তৃতাদানের সময় ছাত্র-ছাত্রীরা নীরবতা পালন করতে পারে কিন্তু এই নীরবতা সক্রিয় কি নিষ্ক্রিয় তা যাচাই করার সুযোগ শিক্ষকের খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। নিষ্ক্রিয় নীরবতা শ্রেণী পাঠনার মূল উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

ার সুযোগের অভাব

- বক্তৃতামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে পাঠদান কার্যক্রম বাস্তবায়িত করার সময় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মাঝে ভাবের আদান-প্রদান সব সময় সম্ভব হয়ে উঠে না। পাঠদানের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীর কাছে সহজবোধ্য না হলে তাদের মনে কৌত হল উদ্দীপক নানা প্রশ্নের ভিড় জমে। শ্রেণীকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি থাকায় শিক্ষার্থীরা শিক্ষককে প্রশ্ন জিজ্ঞাস করার সুযোগ তেমন পায় না। অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পক্ষে প্রশ্ন করা পছন্দও করেন না। সুতরাং অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীর মনের প্রশ্ন মনেই থেকে যায়, অনেক সমস্যা সমস্যাই থেকে যায়, সমাধানের পথ খুঁজে পায় না।

- বক্তৃতাদান পদ্ধতি অনুসরণে উন্নত মেধা ও ক্ষীণ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে তারাই শ্রেণী শৃংখলা বিনষ্ট করতে বেশি উদ্যোগী হয়।
- বক্তৃতাদান পদ্ধতি অনুসরণে অনেক সময় শিক্ষকের উদ্ভাবন শক্তি স্তিমিত হয়ে পড়ে কারণ একবার বক্তৃতাদান পদ্ধতিতে বিষয়বস্তু উপস্থাপনের প্রক্রিয়া মজ্জাগত হয়ে গেলে উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে নতুনভাবে কিছু উপস্থাপনের প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। উল্লিখিত দোষত্রুটির কারণে সনাতন পাঠদান পদ্ধতির অন্তর্গত বক্তৃতাদান পদ্ধতি আধুনিক যুগে অনুসরণযোগ্য নয় বলে অধিকাংশ শিক্ষাবিদ ও শিক্ষামনোবিজ্ঞানী মত প্রকাশ করেছেন।

কর উদ্ভাবনী শক্তির অনুপস্থিতি

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে ক বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. কোন্ বক্তব্যটি সঠিক নয় ?
   ক. সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর তেমন কোন ভূমিকা নেই
   খ. সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকাই মুখ্য
   গ. সনাতন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই মুখ্য, শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ
   ঘ. শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ

২. কোন উক্তিটি সঠিক ?
   ক. উন্নত দেশসমূহে বক্তৃতাদান পদ্ধতি বহুল প্রচলিত
   খ. উন্নত দেশসমূহে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা বেশি থাকে
   গ. বক্তৃতাদান পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার অভাব
   ঘ. বক্তৃতাদান পদ্ধতি অনুসরণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় গড় মেধার শিক্ষার্থীরা

৩. শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে বক্তৃতাদান পদ্ধতির ব্যবহারে সুবিধা কোন্টি ?
   ক. শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয়তার অভাব
   খ. শিক্ষকদের মধ্যে সক্রিয়তার অভাব
   গ. শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান সীমিত
   ঘ. সবচেয়ে কম খরচে শিক্ষাদান সম্ভব

৪. বক্তৃতাদান পদ্ধতি ব্যবহার করে শিক্ষাদানে সফল হতে হলে শিক্ষককে কোন্ কোন্ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে ?
   ক. অনর্গল বলে যাওয়া
   খ. সুন্দর শব্দ ও বাক্যাবলী ব্যবহার করা
   গ. শিক্ষার্থীকে মাঝে মাঝে তিরস্কার করা
   ঘ. শিক্ষার্থীদের মাঝে মাঝে প্রশ্ন করা

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. বক্তৃতা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।
2. বক্তৃতা পদ্ধতির সবল ও দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করুন।

পাঠ ৩

সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ প্রদর্শন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- প্রদর্শন পদ্ধতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন;
- প্রদর্শন পদ্ধতি কেন শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির অন্তর্গত তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- প্রদর্শন পদ্ধতির গুণাগুণ বর্ণনা করতে পারবেন;
- প্রদর্শন পদ্ধতি কোন্ কোন্ বিষয়ে পাঠদানে অধিক ফলপ্রস সেই সব বিষয় সনাক্ত করতে পারবেন এবং
- শ্রেণী পাঠনায় প্রদর্শন কতটুকু অনুসরণযোগ্য, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

দর্শন পদ্ধতি
monstration
Method)

শ্রেণী পাঠনায় কোন বাস্ ব ঘটনা বা বিষয় প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে প্রদর্শন পদ্ধতি বা Demonstration Method নামে অভিহিত করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিতে পাঠ উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হল পাঠের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদেরকে বাস্তবভাবে দেখানো। বক্তৃতাদান পদ্ধতিতে শিক্ষক কেবলমাত্র মৌখিক বিবৃতির সাহায্যে কোন বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করেন। অপরপক্ষে, প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষক উপস্থাপকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বিভিন্ন শিক্ষোপকরণের সাহায্যে এবং মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের হৃদয়ঙ্গম করাতে সচেষ্ট থাকেন। বক্তৃতা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিষ্ক্রিয় শ্রোতা (Passive listener) হিসেবে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থেকে পাঠ্যবিষয় অনুধাবনে সচেষ্ট থাকে। প্রদর্শন পদ্ধতিতে তারা সাধারণত নিষ্ক্রিয় শ্রোতা ও দর্শক হিসেবে শ্রেণীকক্ষে উপস্থিত থাকলেও পাঠ্যবিষয় অনুধাবন করতে অপেক্ষাকৃত বেশি তৎপর হয়। বক্তৃতা পদ্ধতির তুলনায় প্রদর্শন পদ্ধতিতেও শিক্ষকের সক্রিয়তা শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার চেয়ে বেশি। শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বেশি হলে শিক্ষার্থীদের নীরব

শ্রোতা ও দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকা ছাড়া পাঠে সরাসরি অংশগ্রহণের সুযোগ কম। এই সমস্ত কারণে প্রদর্শন পদ্ধতিও শিক্ষককেন্দ্রিক তথা সনাতন পাঠদান পদ্ধতির অন্তর্গত একটি পদ্ধতি হিসেবেই গণ্য হয়ে আসছে।

প্রদর্শন পদ্ধতির গুণাবলী

শিক্ষককেন্দ্রিক সনাতন পদ্ধতির অন্তর্গত একটি পদ্ধতি হওয়া সত্ত্বেও প্রদর্শন পদ্ধতি নিম্নলিখিত গুণাবলীর জন্যে শিক্ষাদান ক্ষেত্রে সমাদৃত হওয়ার অধিকারী ঃ

ক্ষার্থীর সক্রিয়তা

- প্রদর্শন পদ্ধতি অনায়াসে সক্রিয় পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। কারণ প্রদর্শক হিসেবে শিক্ষক/শিক্ষিকা তাঁর কার্যকারিতাকে মনোজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে তাঁর প্রত্যেকটি বিবৃতিকে সঞ্জীবিত করতে তৎপর থাকেন। তবে এই সক্রিয়তা শিক্ষকের বেলায় যতটা প্রযোজ্য, শিক্ষার্থীর বেলায় ততটা প্রযোজ্য নয়।
- যে সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যানুপাতে যন্ত্রপাতি ও উপকরণের অভাব রয়েছে সেখানে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সংখ্যক যন্ত্রপাতি ও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেয়া যায়।

- শিক্ষার্থীরা প্রদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার সুযোগ পায় কারণ শুধু মৌখিক বিবৃতির কোন ম ল্য নেই যদি না তা বাস্তব উপকরণের সাহায্যে জীবন্ত করে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরা হয়।
- প্রদর্শন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সজাগ ও সক্রিয় রেখে পাঠ্যবিষয় অনুধাবন করতে সচেষ্ট থাকতে হয়। কারণ, এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের বিবৃতি শ্রবণ ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে শুনতে হয়, দর্শন ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে প্রদর্শিত উপকরণ দেখতে হয় এবং শিক্ষকের বিবৃতি ও বাস্তব বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য তাদের মনকেও রাখতে হয় সচেতন ও সক্রিয়।
- শিক্ষার্থীদের আরো সক্রিয় করার জন্য শিক্ষক প্রসঙ্গিক কাজে তাদের সহায়তা নিতে পারেন। যেমন- যন্ত্রপাতি সাজাতে, ধরতে, উপকরণ এগিয়ে দিতে প্রয়োজন মত তিনি নিজের তদারকিতে ভাল ও বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীদের দ্বারা ছোটখাট ও সহজ প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করতে পারেন।

শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

- প্রদর্শন পদ্ধতিতে সার্থকভাবে পাঠদান করতে পারলে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একটি স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ, শিক্ষার্থী যে কোন বিষয়ের জ্ঞান আহরণের সময় শিক্ষকের বিবৃতি ও প্রদর্শিত উপকরণের মধ্যে একটি যোগস ত্র খুঁজে পায়, তাই তার মনে একটি স্থায়ী অভিজ্ঞতার জন্ম দিতে সক্ষম হয়।

বিবৃতি ও উপকরণের যোগসূত্র

প্রদর্শন পদ্ধতির ত্রুটিসমূহ

এতসব গুণাবলীসমৃদ্ধ হয়েও প্রদর্শন পদ্ধতি নিম্নলিখিত দোষত্রুটি থেকে সম্পর্ণ মুক্ত থাকতে পারেনি ঃ

- প্রদর্শন পদ্ধতিতেও শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তার চেয়ে শিক্ষকের সক্রিয়তা অধিক হওয়ায় সনাতন পদ্ধতি বা শিক্ষককেন্দ্রিক শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রধান ত্রুটি থেকে মুক্ত হতে পারেনি।
- শিক্ষোপকরণ সরবরাহের অপ্রতুলতাহেতু এই পদ্ধতি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত করা অধিকাংশ সময়েই সম্ভবপর হয়ে উঠে না।
- শ্রেণী পাঠনায় সীমাবদ্ধ সময়ের মধ্যে এই পদ্ধতিতে পাঠদান সম্পন্ন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়ে উঠে না।
- উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেক শ্রেণীতে যে বিপুল পরিমাণ ছাত্র-ছাত্রী থাকে তাতে, প্রদর্শন পদ্ধতিতে পাঠদান অসম্ভব হয়ে উঠে। কারণ শিক্ষককে একাধারে মৌখিক বিবৃতি, উপকরণের সাহায্যে বিষয়বস্তু উপস্থাপন এবং সর্বোপরি শ্রেণী শৃংখলার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। অধিকাংশ শিক্ষকের পক্ষেই এই ত্রিবিধ দায়িত্ব পালন করা সম্ভবপর হয়ে উঠে না।

প্রদর্শন পদ্ধতি ঃ উপযোগিতা

প্রদর্শন পদ্ধতির দোষগুণ পর্যালোচনা করে মোটামুটিভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সনাতন পদ্ধতিগুলোর মধ্যে প্রদর্শন পদ্ধতি কোন কোন বিষয়ের পাঠদানে অনুসরণ করা যেতে পারে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার বিভিন্ন শাখায় এই পদ্ধতি যথেষ্ট সার্থকতার সাথে অনুসৃত হতে পারে। তবে ভাষা, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়গুলোতে এই পদ্ধতি তত ফলপ্রস ভূমিকা রাখতে পারে

না। কারণ ভাষা ও সমাজ বিজ্ঞানের বিষয়গুলোতে যথোপযুক্ত শিক্ষোপকরণ তৈরি করে প্রদর্শন পদ্ধতিতে পাঠদান খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। প্রাথমিক ও নিম্নমাধ্যমিক পর্যায়ে তা কিছুটা সম্ভব হলেও উপরের শ্রেণীতে এই পদ্ধতি ব্যবহার তেমন সার্থক হতে পারে ন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে (ক) বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. নিচের কোন বক্তব্যটি সঠিক চিহ্নিত করুন ?

ক. প্রদর্শন পদ্ধতি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি বলে বিবেচিত হতে পারে
খ. শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার ভিত্তিতে প্রদর্শন পদ্ধতি বক্তৃতাদান পদ্ধতির চেয়ে উৎকৃষ্ট
গ. শিক্ষাদানে প্রদর্শন পদ্ধতি সার্থকভাবে অনুসরণ করা যেতে পারে
ঘ. শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যার আধিক্য প্রদর্শন পদ্ধতি অনুসরণে কোন অন্তরায় সৃষ্টি করে না

২. নিচের কোন্‌টি প্রদর্শন পদ্ধতির ত্রুটি হিসেবে বিবেচিত ?

ক. শিক্ষার্থী কিছুটা বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ পায়, পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতা লাভ করে না
খ. শিক্ষার্থীরা কোন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অধিকতর সক্রিয় হয় তবে সে কর্ম অভিজ্ঞতা লাভ করে না
গ. শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর প্রতি শিক্ষার্থীর মধ্যে একটি স্থায়ী আবেদন সৃষ্টি হয়, স্থায়ী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুরোপুরি অর্জিত হয় না
ঘ. সীমিত সময়ের মধ্যে পাঠদান সম্পন্ন করা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভবপর হয়ে উঠে না

৩. শিক্ষাদানে প্রদর্শন পদ্ধতি কোন্ বিষয়ের ক্ষেত্রে অধিকতর উপযোগী ?

ক. ভৌত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা
খ. ভূগোল ও ইতিহাস
গ. ভূগোল ও গণিত
ঘ. গণিত ও ইতিহাস

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. প্রদর্শন পদ্ধতির সবল ও দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।
2. কোন কোন বিষয়ে পাঠদানে প্রদর্শন পদ্ধতি উপযোগী ? উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

পাঠ ৪

শিক্ষাদান পদ্ধতি ঃ আধুনিক

টিউটোরিয়াল পদ্ধতি
আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি
পূর্ব নির্ধারিত পাঠ
সর্দারপড়ো ব্যবস্থা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি —

- ❑ টিউটোরিয়াল পদ্ধতি কাকে বলে তা বলতে পারবেন;
- ❑ আবৃত্তিমূলক পদ্ধতির সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- ❑ পূর্ব নির্ধারিত পাঠ বলতে কি বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ❑ 'সর্দার পড়ো ব্যবস্থা' কাকে বলে তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ❑ উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণযোগ্য কিনা সে সম্পর্কেও অভিমত দিতে পারবেন।

টিউটোরিয়াল পদ্ধতি

বিশেষ দিকসমূহ

ইংরেজি টিউটর শব্দটির আভিধানিক অর্থ গৃহশিক্ষক আর টিউটোরিয়াল শব্দের অর্থ গৃহশিক্ষকতা সম্বন্ধীয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি পর্যায়ে টিউটোরিয়াল ক্লাসে নেওয়ার রেওয়াজ বহুদিন থেকে আমাদের দেশেও প্রচলিত। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পরীক্ষার্থীদের সাহায্য ও সহযোগিতা দান করার উদ্দেশ্যে রাজধানী শহরে ও অন্যান্য বড় শহরের আনাচে-কানাচে টিউটোরিয়াল সার্ভিসের নাম গৃহশিক্ষক আজকাল খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। টিউটোরিয়াল শিক্ষাদান পদ্ধতি বলতে এমন একটি পদ্ধতিকে বুঝায় যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা থাকে অত্যন্ত সীমিত এবং শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ্য বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা দান করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের পাঠে উন্নতি-অবনতি মূল্যায়ন করার জন্য এক ধরনের টিউটোরিয়াল পরীক্ষাও গ্রহণ করা হয়। সাধারণ শ্রেণী পাঠনায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি থাকায় শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোন সাহায্য ও সহযোগিতা কিংবা শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়া শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর হয় না বলে কখনও বিশেষ টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়।

বক্তৃতা ও টিউটোরিয়াল

টিউটোরিয়াল পদ্ধতি বক্তৃতাদান পদ্ধতির চেয়ে অনেকটা উন্নত মানের। শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত থাকায় উন্নত মাঝারি এবং নিম্নমেধার শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সাহায্য করা শিক্ষকের পক্ষে সম্ভবপর। তবে আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সংকটের কারণে অধিক শিক্ষক নিয়োগ সম্ভবপর না হওয়ায় টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে পাঠদান করা একটি বিরাট সমস্যা হিসেবে পরিগণিত হয়। যে সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আর্থিক সমস্যা নেই সে সমস্ত বিদ্যালয়ে টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করতে পারলে শিক্ষার্থীরা উপকৃত হতে পারে। তবে টিউটোরিয়াল পদ্ধতিও শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতির একটি উন্নত ব্যবস্থা। বক্তৃতাদান পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের অধিক সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশেষ করে এই পদ্ধতির অধীনে যে সমস্ত টিউটোরিয়াল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাতে ভালো ফলাফল অর্জন করতে হলে শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বিষয়ে মনোযোগী না হয়ে গত্যন্তর থাকে না। যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে পাঠদান এবং টিউটোরিয়াল পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে সে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফলাফল তুলনাম লকভাবে ভালো হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষকের অপ্রতুলতা, আর্থিক সংকট, ইত্যাদি কারণে টিউটোরিয়াল পদ্ধতিতে পাঠদান ব্যবস্থা সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবর্তন করার যথেষ্ট সমস্যা রয়েছে, অন্যথায় এই পদ্ধতি সার্থকভাবে অনুসরণ করা সম্ভবপর হতো।

আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি

"আবৃত্তি" শব্দটি আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। এর সাধারণ অর্থ ছন্দ, তাল, লয় ও যতি চিহ্নাদির প্রতি খেয়াল রেখে যথার্থ উচ্চারণ সহকারে বই দেখে বা বই ছাড়াই কোন কবিতা মনোরম ভঙ্গিতে পাঠ করা, যার ফলে কবিতার মূল বক্তব্য অতিসহজেই পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়ের গভীরে পৌছে তার গাঢ়ার্থ অনুধাবনে সাহায্য করে।

লক পদ্ধতি ও ভাষা শিক্ষা

আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি বলতে এমন একটি শিক্ষাদান প্রক্রিয়াকে বুঝায় যার সহায়তায় শিক্ষক-শিক্ষিকা পাঠ্য বিষয়বস্তু যতিচিহ্নাদির ব্যবহারসহ সঠিক উচ্চারণ সহযোগে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি কেবলমাত্র কবিতা পাঠদানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, একথা সত্য নয়। তবে আবৃত্তিমূলক পদ্ধতির ব্যবহার ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেই অধিক প্রযোজ্য। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষাদানে আবৃত্তিম লক পদ্ধতি তেমন সার্থকতার দাবি করতে পারে না।

ত্তম লক পদ্ধতির ব্যবহার

সঠিক উচ্চারণ সঠিক অর্থ অনুধাবনের জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। বাক্যের যে কোন শব্দ ভুলভাবে উচ্চারিত হলে বাক্যের মূল অর্থ বিকৃত হতে পারে, ফলে শিক্ষাদানে মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পাঠ্য বিষয়ের মর্মার্থ অনুধাবনের জন্য শুদ্ধ উচ্চারণ যেমন প্রয়োজন, সঠিক যদি চিহ্নাদির ব্যবহারের প্রতি খেয়াল রেখে তা যথার্থভাবে পাঠ করাও তেমনি অত্যাবশ্যক। আবৃত্তিমূলক পদ্ধতি সঠিক বিরাম চিহ্নাদির ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে পঠিত অংশের মূল অর্থকে বিকৃতির হাত থেকে বাঁচিয়ে ভাষার ধারাবহিকতা অক্ষুণ্ন রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে। আমাদের দেশের খারেজী মাদ্রাসাসমূহে "আবৃত্তি" পদ্ধতি যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। শিক্ষার্থীকে সরব পাঠের মাধ্যমে 'ইয়াদ' করতে দেয়া হয়। ইয়াদ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা সামনে তাদের আবৃত্তি করে শোনায়। হাফেজি মাদ্রাসায় এভাবেই পবিত্র কোরআন হেফজ বা মুখস্থ করানো হয়।

আবৃত্তিম লক পদ্ধতি পরিপূর্ণ স্বতন্ত্র একটি পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে অনুসৃত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। তবে ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ যে কোন পদ্ধতি অনুসরণ করাতে দিয়ে আবৃত্তিম লক পদ্ধতিকে আনুষঙ্গিক একটি পদ্ধতি হিসেবে অনুসরণ করা যেতে পারে।

পূর্ব নির্ধারিত পাঠ (Assignment)

পূর্ব নির্ধারিত পাঠ এমন একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি, যাতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নিজে পাঠ্যবিষয় আলোচনা করার পূর্বেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজেদেরই পাঠ্যবিষয়টি অনুধাবন করার নির্দেশ দান করেন। এই পদ্ধতিতে শিক্ষর্থীরা স্বাধীনভাবে পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা, মতামত প্রকাশ করার সুযোগ পায়। এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীরা স্বশিক্ষিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে থাকে। শিক্ষক-শিক্ষিকার নির্দেশ মতো শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবিষয়টি পড়ে ও বুঝে নিজেরাও তার মর্ম গ্রহণে তৎপর

র্ নির্ধারিত পাঠ খনের সহায়ক

হলে তাদের কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, মতামত গঠনের সামর্থ্য এবং সর্বোপরি যে কোন সমস্যা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের চিন্তা, কল্পনা, মতামত, সিদ্ধান্ত ইত্যাদিতে কোন অসামঞ্জস্য দেখা দিলে শিক্ষক-শিক্ষিকা আলাপ-আলোচনা, পর্যালোচনা ইত্যাদির ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য ও সহযোগিতা দান করতে পারেন।

এই পদ্ধতিটি আমাদের দেশের খারেজী মাদ্রাসাসমূহে বেশ ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিও পরিপ র্ণভাবে স্বতন্ত্র একটি পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না। আবৃত্তিমূলক পদ্ধতির মত পূর্ব নির্ধারিত পাঠ পদ্ধতি অন্য যে কোন পাঠদান পদ্ধতির আনুষঙ্গিক পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিলে, এটিকে শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত না করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ, নির্ধারিত পাঠ পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকার চাইতে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই মুখ্য বলে মনে হয়।

সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা

সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা ঃ কি ও কেন ?

ইংরেজ শাসন এদেশে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রাক্কালে পাক-ভারত-বাংলাদেশ উপমহাদেশে যে সমস্ত দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে সাধারণত একজন শিক্ষকই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদাহরণ হিসেবে আমাদের দেশীয় টোল, বক্তব, মাদ্রাসার উল্লেখ করা যায়। এসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের অপ্রতুলতা হেতু, উচ্চ শ্রেণীর যোগ্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে কাউকে কাউকে দিয়ে অপেক্ষাকৃত নিচের শ্রেণীতে শিক্ষাদানের কাজ পরিচালনা করা হত। এই ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতিকে সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। নানা কারণে এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তি ঘটে এবং সর্দার-পড়ো ব্যবস্থাও অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। অত্যন্ত মজার ব্যাপার হল এই যে, সাম্প্রতিক কালে উন্নত দেশসম হেও আমাদের দেশের এই সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা নতুন করে প্রচলন করার তৎপরতা দেখা যাচ্ছে।

সর্দার পড়ো ব্যবস্থা নামকরণ করা হয়েছে Monitorial System of Education। সম্প্রতি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং তৃতীয় বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশে এই ধরনের শিক্ষাদান ব্যবস্থা সার্থকতার সাথে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৭০ এর দশকে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বিশ্ব প্রকল্পের অধীনে ইম্প্যাক্ট (Instructional Management by Parents, Community and Teachers) প্রোগ্রামে উপরের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের দিয়ে নিচের ক্লাসের শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের যে ব্যবস্থা পরীক্ষামূলকভাবে বাংলাদেশের ১৮টি পাইলট এবং পরীক্ষণ বিদ্যালয়ে চলেছিল তাও সর্দার পড়ো ব্যবস্থারই নামান্তর।

পাঠদান পদ্ধতি হিসেবে 'সর্দার-পড়োর' উপযোগীতা

তবে সর্দার -পড়ো ব্যবস্থাকে একটি পাঠদান পদ্ধতি বলে বিবেচনা করে এটিকে একটি শিক্ষাদান সংগঠন বা শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনা (Management) নামে অভিহিত করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। কারণ সর্দার-পড়ো ব্যবস্থায় যারা শিক্ষকতার দায়িত্বে নিয়োজিত, তারা কোন্ পদ্ধতিতে পাঠদান করবে, তা অনেকাংশই নির্ভর করে ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল শিক্ষক-শিক্ষিকা কোন পদ্ধতিতে পাঠদান করেন তার উপর।

*সর্দার পড়োরা নিজেরা কোন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন বা ব্যবহার করতে পারে না। সর্দার পড়ুয়ারা শিক্ষাদানের একটি সংস্থা (*Agencies involved in Education) বা সংগঠন হিসেবেই তাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশম লক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে ক বৃত্তায়িত করুন ঃ

১. নিম্নবর্ণিত কোন বক্তব্যটি যথার্থ ?

ক. প র্ব নির্ধারিত পাঠ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকাই প্রধান
খ. আবৃত্তিমূলক পদ্ধতিতে যে কোন বিষয়ের পাঠদান করা সম্ভব
গ. "টিউটোরিয়াল" পদ্ধতিতে পাঠদানে শিক্ষার্থীর ভূমিকা গৌণ
ঘ. সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা একটি পূর্ণাঙ্গ পাঠদান পদ্ধতি

২. গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতেন সে পদ্ধতিকে বলা হয় -

ক. বক্তৃতা খ. পূর্ব নির্ধারিত পাঠ
গ. প্রশ্ন ও উত্তর ঘ. আবৃত্তি

৩. কোন সনাতন শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা মুখ্য ?

ক. আবৃত্তি খ. পূর্ব নির্ধারিত পাঠ
গ. সর্দার-পড়ো ব্যবস্থা ঘ. আবৃত্তি

৪. সর্দার পড়ো ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিচের কোন উক্তিটি প্রযোজ্য ?

ক. একটি শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতি খ. একটি শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি
গ. একটি সনাতন পদ্ধতি ঘ. একটি শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনা

সংক্ষিপ্ত উত্তর-মূলক প্রশ্ন

1. টিউটোরিয়াল পদ্ধতির গুণাগুণ বিচার করুন।
2. পূর্ব নির্ধারিত পাঠ কি ? এটি কিভাবে ব্যবহৃত হয় ?
3. 'সর্দার পড়ো' পদ্ধতিকে কি শিক্ষাদান পদ্ধতি বলা যায় ? আলোচনা করুন।

উত্তরমালা ঃ ইউনিট ৪

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -১
১। ক ২। খ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -২
১। গ ২। গ ৩। ঘ ৪। ঘ

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৩
১। গ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মুল্যায়ন -৪
১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ